দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ...

জনমত

গণশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের সাফল্যের স্বার্থে

এদেশে গণশিক্ষা বিভাগের সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক গণশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনন্য পরিকল্পনা। কিন্তু স্বৈরশাসকের হাতে পড়ে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)-এর অধীনে মাত্র শতাধিক এনজিও অন্তর্ভুক্ত হলেও এনজিও ব্যুরোর দায়িত্বে সহস্রাধিক এনজিও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে, যেখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করতে হলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারায় পরিবর্তন এনে গণশিক্ষা বিস্তারে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

এই প্রেক্ষিতে আমি গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপর মাঠ পর্যায়ে দেশে ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এনজিও কর্মকর্তা হিসাবে 'ইনফেপ'এ নিয়োগপ্রাপ্ত পদের সমমর্যাদায় স্থায়ী বা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ পদে (ইনফেপ বা ব্যুরো যে কোন যায়গায়) নিয়োগের সুযোগ চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলাম। কেননা, কাজে ফাঁকি দিয়ে চাকরির অন্বেষণে আমার অভিজ্ঞতা আর মেধাকে বিক্রির জন্য "ইনফেপ" কে আমি সেন্টার করতে চাইনি।

উল্লেখ্য যে, পরিসংখ্যান ব্যুরোতে পরিসংখ্যানবিদ, দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদফতরে ডাক্তার যেমন জরুরী, তেমনি এনজিও ব্যুরোতে অভিজ্ঞ এনজিও কর্মী বা গণশিক্ষা কার্যক্রমে গণশিক্ষার কাজে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীও দরকার বলে আমি মনে করি। আর আমার এই উপলব্ধি থেকেই বিষয়টি আমি সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে সচিবালয়ের নীরবতা হেতু পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার যোগদানের সময় বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে "ইনফেপ" আমাকে ১২-১০-৯৩ইং-এর মধ্যে চাকরিতে যোগদানের সর্বশেষ সময় দেয়, যা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে আমি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মী হওয়ার যথাযথ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু আমার ভাগ্যে যাই হোক, চাকরির এই দুর্মূল্যের বাজারে অহেতুক জটিলতায় অন্য কেউ যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

কে এম সামসুজ্জামান
খিলগাঁও, ঢাকা।